

সমাস

⇒ ‘সমাস’ শব্দের অর্থ সংক্ষেপন। পরস্পর অথ-র্ সঙ্গতিপনড়ব দুই বা ততোধিক পদের এক পদে পরিণত হওয়াকে সমাস বলে।

যেমন- সিংহ চিহ্নিত আসন = সিংহাসন।

সমাস প্রধানত ৬ (ছয়) প্রকার। যথা:

১। দ্বন্দ্ব সমাস

২। দ্বিগু সমাস

৩। অব্যয়ীভাব সমাস

৪। কর্মধারয় সমাস

৫। তৎপুরুষ সমাস

৬। বহুব্রীহি সমাস

⇒ সমাস সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ঃ

⇒ সমস্যমান পদঃ যে কয়টি শব্দ মিলে সমাস হয় তাদের প্রত্যেকটি, এক একটি সমস্যমান পদ।

⇒ সমস্তপদঃ সমাস নিষ্পন্নপদ অর্থাৎ সমস্যমান পদগুলো মিলে যে নতুন পদ হয় তা-ই সমস্তপদ।

⇒ ব্যাসবাক্যঃ সমস্তপদকে ভেঙে যে বাক্যাংশ করা হয় তার নাম ব্যাস বাক্য বলে। ব্যাসবাক্যকে বিগ্রহ বাক্যও বলে।

⇒ পূর্বপদঃ সমাস বন্ধ পদের প্র মটি পূর্বপদ।

⇒ পরপদঃ সমাসবন্ধ পদের পরের অংশটি পরপদ। যেমন-

মহান যে নবী- মহানবী

এখানে,

মহান যে নবী= ব্যাসবাক্য

মহান, যে, নবী - সমস= সমস্যমান পদ

মহানবী = সমস্তপদ

মহা = পূর্বপদ

নবী = পরপ

দ্বন্দ্ব সমাস

যে সমাসে সমান বিভক্তি বিশিষ্ট একাধিক বিশেষ্যপদ এমন ভাবে মিলিত হয় যেন, প্রত্যেকটি সমস্যমান পদের অর্থের প্রধান থাকে, তাকে দ্বন্দ্ব সমাস বলে।

যথা- হাট ও বাজার = হাট-বাজার, মা ও বাবা = মা-বাবা, খাতা ও কলম = খাতা-কলম।

⇒ যে কয়টি উপায়ে দ্বন্দ্ব সমাস সাধিত হয়ঃ

- ⇒ মিলনার্থক শব্দযোগ্য = ভাই-বোন, মা -বাবা।
- ⇒ সমার্থক শব্দ যোগে= গাওঁ-গেরাম, বই-পুস্তক।
- ⇒ বিরোধার্থক শব্দ যোগে= দা-কুমড়া, অহি-নকুল।
- ⇒ সংখ্যাবাচক শব্দ যোগে= সাত-পাঁচ, উনিশ-বিশ।
- ⇒ বিপরীতার্থক শব্দ যোগে=আকাশ- পাতাল, আয়-ব্যয়।
- ⇒ অঙ্গবাচক শব্দ যোগে= হাত-পা, মাথা-মুণ্ড।

অনুক দ্বন্দ্ব, যে দ্বন্দ্ব সমাসে সমস্যমান পদে কোন বিভক্তি লোপ হয় না- দুধে ও ভাতে= দুধে ভাতে, ঘরে ও বাইরে= ঘরে-বাইরে
বহুপদী দ্বন্দ্ব= তিন বা বহু পদে দ্বন্দ্ব সমাস হলে যথাঃ সাহেব-বিবি-গোলাম, আমি-তুমি-সে,

মনে রাখবেঃ দ্বন্দ্ব সমাসে পূর্বপদ এবং পরপদের সম্বন্ধ বুঝাতে ব্যাস বাক্যে *এবং, ও, আর* এ তিনটি অব্যয় পদ ব্যবহৃত হয়।

দ্বন্দ্ব সমাসের কিছু গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ

অহি ও নকুল = অহিনুকুল আসা ও যাওয়া = আসাযাওয়া
আজ ও কাল = আজকাল কেনা ও বেচা = কেনাবেচা
জন ও মানব = জনমানব লেন ও দেন = লেনদেন
দশ ও বিশ = দশবিশ রাজা ও বাদশা = রাজাবাদশা
শাক ও সবজি = শাকসজি হাতে ও ভাতে = হাতেভাতে
সোনা ও রূপা = সোনারূপা দুধে ও ততে = দুধে ভাতে
কাগজ ও কলম = কাগজকলম পিতা ও পুত্র = পিতাপুত্র

দ্বিগু সমাসঃ

- ⇒ পূর্বপদের সমাহার (সমষ্টি) বা মিলন অর্থে সংখ্যাবাচক শব্দের সঙ্গে বিশেষ্যপদের যে সমাস হয় তাকে দ্বিগু সমাস বলে।
যেমনঃ তিন ফলের সমাহার = ত্রিফলা।

মনে রাখবেঃ

- ⇒ দ্বিগু সমাসে পর পদের অর্থ প্রধান থাকে।

⇒ দ্বিগু সমাস নিষ্পন্নড়ব পদটি বিশেষ্য হয়।

যেমনঃ তিন কালের সমাহার= ত্রিকাল।

দ্বিগু সমাসের কিছু গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ

শত অব্দের সমাহার = শতাব্দী

দশ চক্রের সমাহার দশচ =ত্র

তে মাথার সমাহার = তেমাথা

পঞ্চ নদের সমাহার = পঞ্চনদ

চৌ রাসত্মার সমাহার = চৌরাসত্মা

সে(তিন)তারের সমাহার =সেতার

ত্রি-ফলার সমাহার = ত্রিফলা

সপ্ত অহের সমাহার = সপ্তাহ

চার পদের সমাহার = চতুষ্পদী

কর্মধারয় সমাস

যে সমাসে বিশেষণ বা বিশেষণ ভাবাপন্নড়ব পদের সাথে বিশেষ্য বা বিশেষ্যভাবাপন্নড়ব পদের সমাস হয় এবং পর পদের অর্থই প্রধান রূপে প্রতীয়মান হয় তাকে কর্মধারয় সমাস বলে।

যেমনঃ- নীল যে পদ্ম= নীলপদ্ম

⇒ কর্মধারয় সমাসের প্রকার ভেদঃ-

১. উপমান কর্মধারয়ঃ- সাধারণ ধর্মবাচক পদের সাথে উপমান পদের যে সমাস হয় তাকে উপমান কর্মধারয় বলে।

যেমনঃ মিশির ন্যায় কালো = মিশকালো,

তুষারের ন্যায় শুভ্র = তুষারশুভ্র।

২. উপমিত কর্মধারয় সমাসঃ সাধারণ গুণের উল্লেখ না করে উপমেয় পদের সাথে উপমানের যে সমাস হয় তাকে উপমিত কর্মধারয় বলে।

যথাঃ পুরুষ সিংহের ন্যায় = পুরুষ সিংহ,

মুখ চন্দের ন্যায় = মুখচন্দ্র।

৩. রূপক কর্মধারয় সমাসঃ উপমান ও উপমেয়ের মধ্যে অভিনড়বতা কল্পনা করা হলে-

যথাঃ মন রূপ মাঝি = মনমাঝি,

বিষাদ রূপ সিন্ধু = বিষাদ সিন্ধু

৪. মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাসঃ যে কর্মধারয় সমাসে ব্যাস বাক্যে মধ্য পদের লোপ হয় তাকে মধ্যপদলোপী কর্মধারয় বলে।

যথাসিংহ চিহ্নিত আসন= সিংহসন,

পল মিশ্রিত অনড়ব= পলানড়ব।

⇒ যে কয়টি নিয়মে কর্মধারয় সমাস সাধিত হয়।

- ⇒ দুটি বিশেষণ পদে একটি বিশেষ্যকে বোঝালে। যেমনঃ যে অজ সে- ই মূর্খ = অজমূর্খ।
- ⇒ দুটি বিশেষ্যপদে একই ব্যক্তি বা বস্তুকে বোঝালে। যেমনঃ যিনি দেব তিনিই ঋষি = দেবর্ষি।
- ⇒ কার্যে পরস্পরা বোঝাতে দুটি কৃদন্ত বিশেষণ পদেও কর্মধারয় সমাস হয়। যেমনঃ- আগে ধোয়া পরে মোছা- ধোয়ামোছা।
- ⇒ পূর্বপদে স্ত্রী বাচক বিশেষণ হলে, কর্মধারয় সমাসে সেটি পুরুষ বাচক হয়। যেমনঃ সুন্দরী যে মেয়ে = সুন্দরমেয়ে।
- ⇒ বিশেষণ ও বিশেষ্যপদে কর্মধারয় সমাস হলে কখনো কখনো বিশেষণ পরে আসে। বিশেষ্য আগে বসে।

যথা- সিদ্ধ যে আলু= আলু সিদ্ধ।

কর্মধারয় সমাসের গুরুত্বপূর্ণ কিছু উদাহরণ

মহান যে রাজা= মহারাজা

কাঁচা যে কলা= কাঁচকলা।

ছোট যে লাট = ছোটলাট

ডুবো যে জাহাজ =ডুবোজাহাজ

খাস যে মহল = খাসমহল

বড় যে বাবু= বড়বাবু

মহা যে গন্ডগোল = মহাগন্ডগোল

যিনি হেড তিনি মাস্টার=হেডমাস্টার

কাল (বিষধর) যে সাপ = কালসাপ

নীল যে মানিক = নীলমানিক

বীর যে পুরুষ = বীরপুরুষ

পন্ডিত হয়ে ও মূর্খ = পন্ডিতমূর্খ

আধা এমন পাকা= আধাপাকা

চালাক যে চতুর = চালাকচতুর

যা হুষ্ট তা পুষ্ট = হুদপুষ্ট

রাজা অথচ ঋষি = রাজর্ষি

যিনি মৌলভি তিনি সাহেব = মৌলভিসাহেব

শান্ত অথচ শিষ্ট= শান্তশিষ্ট

প্রিয় যে সখা = প্রিয়সখ

মধ্যপদলোপী কর্মধারয়

সিংহ চিহ্নিত আসন= সিংহাসন

পল (মাংস) মিশ্রিত অনড়ব= পলান ড়ব

ঘরে পালিত জামাই= ঘরজামাই

হাতে পরার ঘড়ি = হাতঘড়ি

ঘি মাখা ভাত = ঘি-ভাত

ভিক্ষায় লব্ধ অনড়ব = ভিক্ষানড়ব

মোম নির্মিত বাতি = মোমবাতি

রেলের উপর চলে যে গাড়ি= রেলগাড়ি

ছায়া প্রধান তরু = ছায়াতরু

বট নামক বৃক্ষ = বটবৃক্ষ

আয়ের উপর কর =আয়কর

হাতে চালিত পাখা= হাতপাখা

জীবন রক্ষার্থে বীমা= জীবনবীমা

রাষ্ট্র সম্বন্ধীয় নীতি= রাষ্ট্রনীতি

ধর্ম রক্ষার্থে ঘট= ধর্মঘট

উপমান কর্মধারয়

শশকের ন্যায় ব্যসত্ত্ব= শশব্যসত্ত্ব

বকের ন্যায় ধার্মিক= বকধার্মিক

তুষারের ন্যায় শীতল= তুষার-শীতল

ঘনের ন্যায় শ্যাম= ঘনশ্যাম

বজ্রের মত কঠোর= বজ্রকঠোর

কুসুমের ন্যায় কোমল= কুসুমকোমল

হরিণের ন্যায় চপল= হরিণচপল

অরণ্যের মত রাঙা= অরণ্যরাঙা

রূপক কর্মধারায়

মন রূপ মাঝি= মনমাঝি

বিষাদ রূপ সিন্ধু= বিষাদসিন্ধু

দিল রূপ দরিয়া= দিলদরিয়া

মোহ রূপ নিদ্রা= মোহনিদ্রা

সুখরূপ সাগর= সুখসাগর

ভব রূপ নদী= ভবনদী

প্রেম রূপ ডোর= প্রেমডোর

মুখ রূপ চন্দ্র= মুখচন্দ্র

উপমিত কর্মধারায়

পুরুষ সিংহের ন্যায়= পুরুষসিংহ

সোনা তুল্য মুখ= সোনামুখ

রাজা ঋষি তুল্য= রাজর্ষি

ফুলের ন্যায় কুমারী= ফুলকুমারী

চাঁদের ন্যায় মুখ= চাঁদমুখ

চক্ষু পদ্মের ন্যায়= পদ্মচক্ষু

কর কমল সদৃশ= করকমল

মুখ চন্দ্রের ন্যায়= মুখচন্দ্র কর

তৎপুরুষ সমাসঃ

পূর্বপদে দ্বিতীয়াদি বিভক্তির লোপে যে সমাস হয় এবং যে সমাসের পরপদের অর্থ প্রধানভাবে বোঝায় তাকে তৎপুরুষ সমাস বলে।
যেমনঃ বিপদকে আপনড়ব= বিপদাপনড়ব।

⇒ তৎপুরুষ সমাসের প্রকারভেদঃ

১. দ্বিতীয়া তৎপুরুষঃ পূর্বপদে দ্বিতীয়া বিভক্ত লোপে যে সমাস হয়।

যথা- পরলোকগত = পরলোকে গত।

২. তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাসঃ পূর্বপদের তৃতীয়া বিভক্তি লোপে যে সমাস হয়।

যথা- শ্রম দ্বারা লব্ধ = শ্রমলব্ধ।

৩. চতুর্থী তৎপুরুষঃ পূর্ব পদে চতুর্থী বিভক্তি (কে, জন্য, নিমিত্ত, তরে) লোপে যে সমাস হয়, তাকে চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস বলে।

যথাঃ পাগলের জন্য গারদ= পাগলাগারদ।

৪. পঞ্চমী তৎপুরুষঃ পূর্বপদে পঞ্চমী বিভক্তি লোপে যে তৎপুরুষ সমাস হয়।

যথাঃ বিলাত থেকে ফেরৎ= বিলাত ফেরৎ।

৫. ষষ্ঠী তৎপুরুষঃ পূর্বপদে ষষ্ঠী বিভক্তি লোপে যে সমাস হয় তাকে ষষ্ঠী তৎপুরুষ বলে।

যথাঃ চায়ের বাগান= চা-বাগান,

রাজার পুত্র= রাজপুত্র।

৬. সপ্তমী তৎপুরুষঃ পূর্বপদে সপ্তমী বিভক্তি লোপে যে সমাস হয়।

যেমনঃ গাছে পাকা= পাছপাকা,

দিবায়-নিদ্রা=দিবানিদ্রা।

৭. নঞ তৎপুরুষ সমাসঃ নঞ অব্যয় (না, নেই, নাই, নয়) পূর্বে বসে যে তৎপুরুষ হয়।

যথাঃ ন-আচার=অনাচার, নকাতর= অকাতর।

৮. উপপদ তৎপুরুষ সমাসঃ কৃদন্ত পদের সঙ্গে উপপদের যে সমাস হয়-

যথাঃ জলে চরে যে= জলচর।

৯. অলুক তৎপুরুষঃ যে তৎপুরুষ সমাসে পূর্ব পদে দ্বিতীয়াদি বিভক্তি লোপ হয় না।

যথা- তেলেভাজা= তেলেভাজা।

তৎপুরুষ সমাসের গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ

বিস্ময়কে আপনড়ব= বিস্ময়াপনড়ব

চিরকাল ব্যাপিয়া সুখী= চিরসুখী

চিরদিন ধরে শত্রু= চিরশত্রু

ব্যক্তিকে গত= ব্যক্তিগত

শরণকে আগত= শরণাগত

শোককে অতীত= শোকাতীত

কাপড়কে কাচা= কাপড়কাচা

রথকে দেখা= রথদেখা

ভয়কে প্রাপ্ত= ভয়প্রাপ্ত
বইকে পড়া= বইপড়া
শোক দ্বারা আকুল= শোকাকুল
মেঘ দ্বারা আবৃত= মেঘাবৃত
রাজা কর্তৃক দত্ত= রাজদত্ত
মধু দ্বারা মাখা= মধুমাখা
মন দিয়ে গড়া= মনগড়া
স্বপ্নের দ্বারা অতীত= স্বপ্নবাতীত
হাত দ্বারা ছানি= হাতছানি
হাত দিয়ে কাটা= হাতকাটা
দেবকে দত্ত= দেবদত্ত
রান্নার নিমিত্ত ঘর= রান্নাঘর
অনাথের জন্য আশ্রম= অনাথশ্রম
বিদেশ থেকে আগত=বিদেশাগত
গদি থেকে চ্যুত= গদিচ্যুত
লোক থেকে ভয়= লোকভয়
আগা থেকে গোড়া= আগাগোড়া
গতি থেকে চ্যুত= গতিচ্যুত
প্রাণ থেকে প্রিয়= প্রাণপ্রিয়
কবিদের গুরু= কবিগুরু
পথের রাজা= রাজপথ
নেই জানা= অজানা
দূতের আবাস= দূতাবাস
গণের তন্ত্র= গণতন্ত্র
হাতের ঘড়ি= হাতঘড়ি
গাছে পাকা= পাছপাকা
রাতে কানা= রাতকানা
রাতে জাগা= রাতজাগা
টেকি দ্বারা ছাঁটা= টেকিছাঁটা
চেষ্টা দ্বারা লব্ধ= চেষ্টালব্ধ
বিদ্যা দ্বারা হীন= বিদ্যাহীন
বিষ দ্বারা মাখা= বিষমাখা
ভিক্ষা দ্বারা লব্ধ= ভিক্ষালব্ধ
বিস্ময় দ্বারা বিহবল= বিস্ময়বিহবল
হজ্বের জন্য যাত্রা= হজ্বযাত্রা
মাল রাখার জন্য গুদাম= মালগুদাম

বিলাত থেকে ফেরত= বিলাতফেরত

সত্য থেকে ভ্রষ্ট= সত্যভ্রষ্ট

স্কুল থেকে পালানো= স্কুল পালানো

জেল থেকে ফেরত= জেল ফেরত

মেঘ থেকে মুক্ত= মেঘমুক্ত

বনের পতি= বনস্পতি

ঘোড়ার দৌড়= ঘোড়দৌড়

কবির রাজা= রাজকবি

মড়ার জন্য কান্না= মড়াকান্না

শিক্ষার মন্ত্রী= শিক্ষামন্ত্রী

পিতার তুল্য= পিতৃতুল্য

হংসের রাজা= রাজহংস

বনে জাত= বনজাত

সাহিত্যে বিশারদ= সাহিত্যবিশারদ

কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ= কবিশ্রেষ্ঠ

মাতাতে ভক্তি= মাতৃভক্তি

নঞ তৎপুরুষ

নেই আচার= অনাচার

ন আদর= অনাদর

ন ইষ্ট= অনিষ্ট

ন কাতর= অকাতর

নেই হুঁশ = বেহুঁশ

নেই খুঁত= নিখুঁত

নেই মিল= গরমিল

ন এক= অনেক

ন উচিত= অনুচিত

ন সরকারি= বেসরকারি

নেই খরচা= নিখরচা

নয় সৃষ্টি= অনাসৃষ্টি

নয় রাজি= গররাজি

ন রসিক= বেরসিক

ন হেড= বেহেড

ন হাজির= গরহাজির

ন আচার= অনাচার

ন আসক্ত= অনাসক্ত

অনুক তৎপুরুষ

ছাঁচে ঢালা= ছাঁচে ঢালা

পরাং পর= পরাংপর

ভ্রাতৃঃ পুত্র= ভ্রাতৃপুত্র

তেলে বেগুনে= তেলেবেগুনে

কলুর বলদ= কলুরবলদ

চোখের দেখা= চোখের দেখা

ঘোড়ার ডিম= ঘোড়ারডিম

ঘিয়ে ভাজা= ঘিয়েভাজা

চোখের বালি= চোখেরবালি

উপ-পদ তৎপুরুষ

কুম্ভ করে যে = কুম্ভাকার

ছেলে ধরে বেড়ায় যারা =ছেলেধরা

হালুই করে যে = হালুইকর

পকেট মারে যে = পকেটমার

গৃহে থাকে যে = গৃহস্থ

সর্বনাশ করে যে = সর্বনাশা

ধামা ধরে যে = ধামাধরা

পঙ্কে জন্মে যা = পঙ্কজ

বহুব্রীহি সমাস

⇒ যে সমাসে সমস্যমান পদ গুলোর কোনটির অর্থ না বুঝিয়ে অন্য কোন তৃতীয় বস্তু বা ব্যক্তিকে বুঝায় তাকে বহুব্রীহি সমাস বলে।

যেমন- নীল কণ্ঠ

যার= নীলকণ্ঠ (শিব)

⇒ বহুব্রীহি সমাসের প্রকারভেদ

১. সমানধিকরণ বহুব্রীহি সমাসঃ পূর্বপদে বিশেষণ এবং পরপদে বিশেষ্য হলে সমানধিকরণ বহুব্রীহি সমাস হয়।

যথাঃ পোড়া কপাল যার = পোড়া কপাল।

২. ব্যাধিকরণ বহুব্রীহি সমাসঃ যে বহুব্রীহি সমাসে পূর্বপদ এবং পরপদ কোনটিই বিশেষণ হয় না, তবে তাকে ব্যাধিকরণ বহুব্রীহি সমাস বলে।

যথাঃ আশীতে বিষ যার=আশীবিশ (সাপ)

৩. ব্যতিহার বহুব্রীহি সমাসঃ ক্রিয়ার পারস্পরিক অর্থে ব্যতিহার বহুব্রীহি সমাস হয়। পূর্বপদে 'আ' এবং পরপদে 'ই' হয়।

যথাঃ কানে কানে যে কথা= কানাকানি।

৪. মধ্যপদ লোপী বহুব্রীহিঃ বহুব্রীহি সমাসের ব্যাখ্যার জন্যে ব্যবহৃত বাক্যাংশের কোন অংশ যদি সমস্তপদে লোপ পায়।

যথাঃ গায়ে হলুদ দেয়া হয় যে অনুষ্ঠানে= গায়ে হলুদ।

৫. নঞ বহুব্রীহিঃ যে বহুব্রীহি সমাসের পূর্বপদে নঞ পদ থাকে নঞ বহুব্রীহি সমাস বলে।

যথাঃ নি (নাই) ভুল যার= নিভুল।

৬. অলুক বহুব্রীহি সমাসঃ যে বহুব্রীহি সমাসে বিভক্তির লোপ পায় না, তাই অলুক বহুব্রীহি সমাস বলে।

যথাঃ মাথায় পাগড়ি যার= মাথায় পাগড়ি।

বহুব্রীহি সমাসের গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ

তপঃ বনে যার = তপোবন

পূণ্য আত্মা যার = পূণ্যাত্মা

পোড়া কপাল যার = পোড়াকপালি

পীত অম্বর যার = পীতাম্বর (শ্রীকৃষ্ণ)

কৃত বিদ্যা যার = কৃতবিদ্য

সমান গোত্র যার = সগোত্র

রক্ত নেত্র যার = রক্তনেত্র

এক দিকে রোখ যার = একরোখা

হত ভাগ্য যার = হতভাগা

তার নেই যার = বেতার

নেই হিসাব যার = বেহিসাবি

আদব জানেনা যে = বেয়াদব

আশীতে বিষ যার = আশীবিস

দশ আনন যার = দশানন

চন্দ্র চুড়ায় যার = চন্দ্র চুড়

বীণা পানিতে যার = বীণাপানি

ছনড়ব মতি যার = মতিছনড়ব

সমান তীর্থ যার = সতীর্থ

লজ্জার সঙ্গে বর্তমান = সলজ্জ

নদী মাতা যার = নদীমাতৃক

পতড়বী মৃত যার = বিপতড়বীক

নেই অন্ত যার = অনন্ত

পরিবারের সঙ্গে বর্তমান = সপরিবার

যুবতী জায়া যার = যুবজানি

সোনার মত মুখ যার = সোনামুখো

গায়ে হলুদ দেয় যে অনুষ্ঠানে = গায়েহলুদ

কানে কানে যে কথা = কানাকানি

চুলে চুলে ধরে যে লড়াই = চুলাচুলি

লাঠিতে লাঠিতে যে লড়াই = লাঠালাঠি
গলায় গলায় যে ভাব = গলাগলি
হাসিতে হাসিতে যে wফ্রিয়া = হাসাহাসি
গোঁফে খেজুর পড়ে থাকলেও খায় না যে = গোঁফখেজুরে
চাঁদের মত বদন যার = চাঁদবদন
সুন্দর হৃদয় যার = সুহৃদয়/সুহৃদ
হাতে খড়ি দেয় যে অনুষ্ঠানে = হাতে খড়ি
জলের সঙ্গে বর্তমান = সজল

অব্যয়ীভাব সমাস

- ⇒ পূর্ব পদে অব্যয় যোগে নিষ্পনড়ব সমাসে যদি অব্যয়েরই অর্থের প্রাধান্য থাকে তবে তাকে অব্যয়ীভাব সমাস বলে।
যথাঃ কূলের সমীপে= উপকূল।
 - ⇒ যে যে অর্থে অব্যয়ীভাব সমাস সাধিত হয়ঃ
 - ⇒ সামীপ্য (উপ):- কণ্ঠের সমীপে= উপকণ্ঠ
 - ⇒ বীজ্ঞা (অনু,প্রতি):- দিন দিন= প্রতিদিন
 - ⇒ অভাব (নিঃ, নির):- আমিষের অভাব= নিরামিষ।
 - ⇒ পর্যন্ত (আ):- মরণ পর্যন্ত= আমরণ।
 - ⇒ সাদৃশ্য (উপ):- শহরের সাদৃশ্য= উপশহর।
 - ⇒ অনতিক্রম্যতা (যথা):- রীতিকে অতিক্রম না করে= যথারীতি।
 - ⇒ বিরোধ (প্রতি):- বিরুদ্ধ বাদ= প্রতিবাদ
 - ⇒ পশ্চাৎ (অনুঃ) পশ্চাৎগমন= অনুগমন।
 - ⇒ ঈষৎ (আ) ঈষৎ রক্তিম= আরক্তিম
 - ⇒ যোগ্যতা (অনু) রূপের যোগ্য= অনুরূপ
- অব্যয়ীভাব সমাসের গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ

ঈষৎ নীল = ফিকানীল
ঈষৎ লাল = ফিকালাল
সমস্ত রাত = রাতভর
হায়ার অভাব = বেহায়া
কারের অভাব = বেকার
শ্রীর অভাব = বিশ্রী
সাগরের ক্ষুদ্র (সাদৃশ্য) = উপসাগর

অক্ষির অগোচর = পরোক্ষ

ভূতকে অধিকার করে = অধিভূত

অক্ষির প্রতি (সমীপে) = প্রত্যক্ষ

আত্মাকে অধিকার করে = আধ্যাত্ম

তাপের পশ্চাৎ = অনুতাপ

গমনের পশ্চাৎ = অনুগমন

ছবির সদৃশ = প্রতিচ্ছবি

ভাষার সদৃশ = উপভাষা

বনের সদৃশ = উপবন

লবনের অভাব = আলুনি

রূপের যোগ্য = অনুরূপ

জন্ম পর্যন্ত = আজন্ম

জানু পর্যন্ত = আজানু

পা থেকে মাথা পর্যন্ত = আপাদমস্তক

মরণ পর্যন্ত = আমরণ

ভাতের অভাব = হা-ভাত

ভিক্ষার অভাব = দুভিক্ষ

রীতিকে অতিশ্রম না করে = যথারীতি

গৃহে গৃহে = প্রতি গৃহে

শক্তিকে অতিশ্রম না করে = যথাসক্তি

কূলের সমীপে = উপকূল

জনে জনে = প্রতিজন

রোজ রোজ = হররোজ

বছর বছর = ফি-বছর

মিলের অভাব = গরমিল

অ-প্রধান সমাস

➔ প্রধানত ছয়টি সমাস ছাড়াও কয়েকটি অপ্রধান সমাস রয়েছে। এ সব সমাসের প্রচুর উদাহরণ পাওয়া যায় না।

১. প্রাদি সমাসঃ প্র, প্রতি, অনু প্রভৃতি অব্যয়ের সঙ্গে যদি কৃতপ্রত্যয় সাধিত বিশেষ্যের সমাস হয় তাকে প্রাদি সমাস বলে।

যথাঃ পরি (চতুর্দিকে) যে ভ্রমন= পরিভ্রমণ,

প্র (প্রকৃষ্ট) যে বচন= প্রবচন,

অনুতে (পশ্চাতে) যে তাপ= অনুতাপ।

২. নিত্য সমাসঃ যে সমাসে সমস্যমান পদগুলো নিত্য সমাসবদ্ধ থাকে, ব্যাস বাক্যের দরকার হয় না। তাকে নিত্য সমাস বলে।

যথাঃ অন্য গ্রাম = গ্রামান্তর।

কেবল দর্শন= দর্শনমাত্র।

৩. উপপদ তৎপুরুষ সমাসঃ পূর্বপদের বিশেষ্য এং পরপর কৃদন্ত, এ দুপদে যে সমাস হয় তাকে উপপদে তৎপুরুষ সমাস বলে।
যেমনঃ পকেট মারে যে= পকেট মার। ছা-পোষা।

সমাস (বিস্তারিত)

সমাস : সমাস শব্দটি বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায়- ‘সম + আস + অ’। যার অর্থ-সংক্ষেপ, মিলন, একাধিক পদ একপদীকরণ।

সমাস মূলত শব্দসমষ্টির সংক্ষিপ্তকরণের মাধ্যমে নতুন শব্দগঠনের একটি প্রক্রিয়া। পরস্পর অর্থসম্পর্কযুক্ত দুই বা তার অধিক পদ এক পদে পরিণত হওয়াকে সমাস বলা হয়।

যেমন : গ্রন্থ রচনা করে যে = গ্রন্থকার;

মেয়েদের জন্য স্কুল = মেয়েদের স্কুল;

মৌ সংগ্রাহক মাছি = মৌমাছি প্রভৃতি।

সমাস প্রধানত ৬ (ছয়) প্রকার। যথা:

১। দ্বন্দ্ব সমাস

২। দ্বিগু সমাস

৩। অব্যয়ীভাব সমাস

৪। কর্মধারয় সমাস

৫। তৎপুরুষ সমাস

৬। বহুব্রীহি সমাস

সমাস বিশ্লেষণ ও নির্ণয়ে প্রয়োজনীয় কয়েকটি পরিভাষার বিবরণ ব্যাসবাক্য : যে পদসমষ্টি থেকে সমাস হয় বা সমাসকে বিশ্লেষণ করলে যে

পদসমষ্টি পাওয়া যায়, তাকে ব্যাসবাক্য বলা হয়।

সমাস -ব্যাসবাক্য

মনমাঝি - মন রূপ মাঝি

হাটুজল -হাটু পরিমাণ জল

সমস্যমান পদ : সমস্ত পদ বা সমাসবদ্ধ পদটির অন্তর্গত পদগুলোকে সমস্যমান পদ বলে। যেমন : সপ্তাহ সমাসটির ব্যাসবাক্য-সপ্ত অহের সমাহার। এখানে সপ্ত, অহ প্রত্যেকটি সমস্যমান পদ।

সমস্তপদ : ব্যাসবাক্য মিলে যে একটি পদ বা একটি শব্দ গঠিত হয় তাকে সমস্তপদ বা সমাসবদ্ধ পদ বা সমাস বলা হয়।

যেমন :

ব্যাসবাক্য - সমস্তপদ/সমাস

পরিবারের সহিত বর্তমান - সপরিবার

ফুলের ন্যায় কুমারী - ফুলকুমারী

তেমাথার সমাহর - তেমাথা

সমস্তপদ বা সমাস যদিও একটি পদ, তবুও এর দুটি অংশ বা ভাগ থাকে। যেমন : সুহৃদ = সু + হৃদ, নীলাকাশ = নীল + আকাশ। এ-ভাগ দুটির প্রথম অংশকে পূর্বপদ এবং পরের অংশটিকে পরপদ বলা হয়। সমাস নির্ণয়ের ক্ষেত্রে পূর্বপদ এবং পরপদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

দ্বন্দ্ব সমাস :

অর্থবিচারে যে সমাসে দুইপদ (পূর্বপদ ও পরপদ)-এর সমান গুরুত্ব থাকে এবং দুই পদে একই বিভক্তি যুক্ত থাকে তাকে দ্বন্দ্ব সমাস বলা হয়। যেমন: মা-বাবা, সাদা-কালো, সোনা-রূপা, ঘরে-বাইরে, তেলে-জলে প্রভৃতি।

দ্বন্দ্ব সমাসে দুই পদ একই শ্রেণীর হয় এবং দুইপদ দুজন ব্যক্তি বা দুটি বস্তুকে বোঝায়। যেমন :

ক. দুপদই বিশেষ্য : অহি-নকুল, পিতা-পুত্র প্রভৃতি।

খ. দুপদই বিশেষণ : সাদাকালো, ক্ষতবিক্ষত প্রভৃতি।

গ. দুপদই সর্বনাম : তোমরা, আমরা প্রভৃতি।

ঘ. দুপদই ক্রিয়াপদ : বেচাকেনা, আসাযাওয়া প্রভৃতি।

⇒ **দ্বন্দ্ব সমাসের ব্যাসবাক্য গঠন :** পদদুটোর মাঝে ‘ও’ কিংবা ‘এবং’ যুক্ত করলে ব্যাসবাক্য হয়ে যাবে।

যেমন : অহিনকুল = অহি ও নকুল;

পিতা-পুত্র = পিতা ও পুত্র;

সাদাকালো = সাদা ও কালো;

ক্ষতবিক্ষত = ক্ষত ও বিক্ষত;

তোমরা = তুমিও সে;

আমরা = আমি, তুমি ও সে;

বেচা-কেনা = বেচা ও কেনা;

আসাযাওয়া = আসা ও যাওয়া।

⇒ দ্বন্দ্ব সমাসের প্রকারভেদ :

ক. সমার্থক দ্বন্দ্ব : দ্বন্দ্ব সমাসের দুই পদ সমার্থক হলে তাকে সমার্থক দ্বন্দ্ব সমাস বলে।

যেমন : হাট ও বাজার = হাটবাজার;

ধন ও দৌলত = ধনদৌলত;

হাঁটা-চলা প্রভৃতি।

খ. বিরোধার্থক দ্বন্দ্ব : দ্বন্দ্ব সমাসের দুই পদ বিপরীত অর্থ প্রকাশ করলে তাকে বিপরীতার্থক বা বিরোধার্থক দ্বন্দ্ব সমাস বলা হয়।

যেমন : ভালো ও মন্দ = ভালোমন্দ;

বাদি ও বিবাদি = বাদিবিবাদি ইত্যাদি।

গ. মিলনার্থক দ্বন্দ্ব : যে দ্বন্দ্ব সমাসে দুই পদের অর্থের মধ্যে সম্পর্ক বা সৌহার্দ থাকে, তাকে মিলনার্থক দ্বন্দ্ব সমাস বলে

যেমন: ভাই ও বোন = ভাইবোন;

মশা ও মাছি = মশা-মাছি ইত্যাদি।

ঘ. অলুক দ্বন্দ্ব : যে দ্বন্দ্ব সমাসের দুই পদে একই বিভক্তি যুক্ত থাকে অথবা কোন বিভক্তি লোপ পায় না তাকে অলুক দ্বন্দ্ব সমাস বলে।

যেমন : দুধে ও ভাতে = দুধেভাতে;

ঘরে ও বাইরে = ঘরেবাইরে ইত্যাদি।

ঙ. ইত্যাদি অর্থবোধক দ্বন্দ্ব : নির্দিষ্ট ব্যক্তিদ্বয় বা নির্দিষ্ট বস্তুদ্বয় না বুঝিয়ে অনির্দিষ্ট কোনো কিছু বোঝালে তাকে ইত্যাদি অর্থবোধক দ্বন্দ্ব বলা হয়।

যেমন : দোকান-পাট;

বাসন-কোসন ইত্যাদি।

চ. একশেষ দ্বন্দ্ব সমাস : যে দ্বন্দ্ব সমাসের সুনির্দিষ্ট পূর্বপদ বা পরপদ থাকে না, কিন্তু দুই পদ সমান অর্থবোধক সর্বনাম দ্বারা সমাসটি গঠিত হয়ে থাকে, তাকে একশেষ দ্বন্দ্ব সমাস বলে।

যেমন : আমরা, তোমরা প্রভৃতি।

এ সমাস দুটির ব্যাসবাক্য হতে পারে যথাক্রমে-আমরা = আমি ও তুমি কিংবা আমি ও তোমরা কিংবা আমি-তুমি ও সে।

তোমরা = এ সমাসটির ব্যাসবাক্য হতে পারে-তুমি ও সে কিংবা তুমি ও তারা।

ছ. বহুপদী দ্বন্দ্ব সমাস : যে দ্বন্দ্ব সমাসে দুয়ের অধিক পদ সমাসবদ্ধ হয়ে থাকে, তাকে বহুপদী দ্বন্দ্ব সমাস বলে।

যেমন : টাকা-আনা-পাই; রোদ-বৃষ্টি-ঝড়; কাঠ-খড়-কেরোসিন প্রভৃতি।

দ্বন্দ্ব সমাসের অতিরিক্ত উদহারণ

⇒ বিশেষ্য + বিশেষ্য পদের দ্বন্দ্ব সমাস

আইন-আদালত = আইন ও আদালত

চন্দ্র-সূর্য = চন্দ্র ও সূর্য

ভাবভঙ্গী = ভাব ও ভঙ্গী

ছাত্রছাত্রী=ছাত্র ও ছাত্রী

জাঁকজমক=জাঁক ও জমক

শালতালতমাল= শাল, তাল ও তামাল

দোয়াত-কলম = দোয়াত ও কলম

সৈন্যসামন্ত = সৈন্যও সামন্ত

কাগজ-কলম=কাগজ ও কলম

রীতিনীতি=রীতি ও নীতি

পিতা-পুত্র=পিতা ও পুত্র

ঘটি-বাটি=ঘটি ও বাটি

ঝড়-বৃষ্টি = ঝড় ও বৃষ্টি

শাকসবজি = শাক ও সবজি

ক্ষেত-খামার - ক্ষেত ও খামার

রাজা-বাদশা= রাজা ও বাদশা

জন-মানব=জন ও মানব

কীট-পতঙ্গ = কীট ও পতঙ্গ

সোনা-রূপা = সোনা ও রূপা

কথা-বার্তা = কথা ও বার্তা

পোকা-মাকড় = পোকা ও মাকড়

শহর-গ্রাম = শহর ও গ্রাম

ছেলে-মেয়ে= ছেলে ও মেয়ে

মাঠ-ঘাট=মাঠ ও ঘাট

উজির-নাজির = উজির ও নাজির

লোক-লস্কর = লোক ও লস্কর

ফলমূল =ফল ও মূল

নথি-পত্র = নথি ও পত্র

সভাসমিতি = সভা ও সমিতি

পথ-ঘাট = পথ ও ঘাট

মামলা-মোকদ্দমা = মামলা ও মোকাদ্দমা

ডাক্তার-বৈদ্য=ডাক্তার ও বৈদ্য

ধনজন = ধন ও জন

মশা-মাছি=মশা ও মাছি

⇒ বিশেষণ + বিশেষণ পদের দ্বন্দ্ব সমাস

উচু-নিচু=উঁচু ও নিচু

ভালো-মন্দ = ভালো ও মন্দ

ক্ষত-বিক্ষত = ক্ষত ও বিক্ষত

হতাহত = হত ও আহত

লঘু-গুরু = লঘু ও গুরু

ইতর-ভদ্র = ইতর ও ভদ্র

সহজসরল=সহজ ও সরল

কানা-খোঁড়া = কানা ও খোঁড়া

সাদা-কালো=সাদা ও কালো

লাল-নীল=লাল ও নীল

হিতাহিত=হিত ও অহিত

কাঁচাপাকা = কাঁচা ও পাকা

নরম-গরম = নরম ও গরম

দশ-বিশ = দশ ও বিশ

⇒ সর্বনাম + সর্বনাম পদের দ্বন্দ্ব সমাস

যা-তা = যা ও তা

যে-সে = যে ও সে

যিনি-তিনি = যিনি ও তিনি

যেমন-তেমন=যেমন ও তেমন

তোমরা = তুমি ও সে

আমরা = আমি ও তুমি

⇒ ক্রিয়াবিশেষ্য + ক্রিয়াবিশেষণ পদের দ্বন্দ্ব সমাস

আসা-যাওয়া = আসা ও যাওয়া

কেনা-বেচা=কেনা ও বেচা

জানা-শোনা=জানা ও শোনা

চেনা-অচেনা=চেনা ও অচেনা

লেখা-পড়া=লেখা ও পড়া

চলা-ফেরা=চলা ও ফেরা

লালন-পালন=লালন ও পালন

দেয়া-নেয়া = দেয়া ও নেয়া

মেলা-মেশা=মেলা ও মেশা

ওঠা-বসা = ওঠা ও বসা

ক্রয়-বিক্রয় = ক্রয় ও বিক্রয়

লফ - বাম্প = লফ ও বা

মহাঁটা-চলা =হাঁটা ও চলা

দেখা-শোনা = দেখা ও শে

⇒ ক্রিয়া + ক্রিয়াপদের দ্বন্দ্ব সমাস

ভেঙেচুরে = ভেঙে ও চুরে

চেয়ে-চিন্তে = চেয়ে ও চি

হেসে-খেলে = হেসে ও খেলে

উঠে-পড়ে = উঠে ও পড়ে

বলে - কয়ে = বলে ও কয়ে

হেসে-কেঁদে= হেসে ও কে

মেরে-ধরে = মেরে ও ধরে

উঠ-বস=উঠ ও বস

জেনেশুনে = জেনে ও শুনে

দ্বিগু সমাস

যে সমাসের পূর্বপদ সংখ্যাবাচক এবং সমাসটি সমাহার বা সম অর্থ প্রকাশ করে, তাকে দ্বিগু সমাস বলা হয়। এ সমাসের পরপদ সাধারণত নামপদ হয়।

যেমন : সপ্তাহ (সপ্ত অহের সমষ্টি);

ত্রিফ (তিন ফলের সমাহার);

শতাব্দী (শত অব্দের সমষ্টি) প্রভৃতি।

⇒ ব্যাসবাক্যগঠন : এ সমাসের বাস্যবাক্যে 'সমাহার' শব্দটি আয

যেমন: চৌমুহনী = চৌ মোহনার সমাহার;

পঞ্চবটী=পঞ্চবটের সমাহার।

⇒ দ্বিগু সমাসের উদাহরণ :

তেমাথা = তে মাথার সমাহার

চতুষ্পদী = চার পায়ের সমাহার

চতুরঙ্গ = চতুঃ (চার) অঙ্গের সমাহার

চৌপদী = চৌ (চার) পদের সমাহার

ত্রিপদী = ত্রি (তিন) পদের সমাহার

ত্রিফলা = ত্রি (তিন) ফলের সমাহার

ত্রিলোক = ত্রি (তিন) লোকের সমাহার

পঞ্চনদ = পঞ্চ (পাঁচ) নদের সমাহার

পঞ্চবটী = পঞ্চ (পাঁচ) বটীর সমাহার

দশচক্র = দশচক্রের সমাহার

দুকূল = দুই কূলের সমাহার

পঞ্চভূত = পঞ্চ (পাঁচ) ভূতের সমাহার

ত্রিকূল = ত্রিকূলের সমাহার

ত্রিকোণ = ত্রিকোণের সমাহার

ত্রিভুবন = ত্রিভুবনের সমাহার

ত্রিরত্ন = ত্রিরত্নের সমাহার

পঞ্চমুখ = পঞ্চমুখের সমাহার

পঞ্চইন্দ্রিয় = পঞ্চইন্দ্রিয়ার সমাহার

দুআনা = দু (দুই) আনার সমাহার

চৌমুহনী = চৌ (চার) মোহনার সমাহার

কর্মধারয় সমাস

যে সমাসের পূর্বপদ বিশেষণ বা বিশেষণ ভাবাপন্ন, পরপদ বিশেষ্য বা বিশেষ্য ভাবাপন্ন পদ হয় এবং পর পদের অর্থের প্রাধান্য থাকে, তাকে কর্মধারয় সমাস বলে।

যেমন:

নীলাকাশ = নীল যে আকাশ;

ভালোমানুষ = ভালো যে মানুষ ইত্যাদি।

কর্মধারয় সমাস প্রধানত পাঁচ প্রকার।

যথা :

- ১। সাধারণ কর্মধারয় সমাস
- ২। মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস
- ৩। উপমান কর্মধারয় সমাস
- ৪। উপমিত কর্মধারয় সমাস
- ৫। রূপক কর্মধারয় সমাস

১। সাধারণ কর্মধারয় সমাস : বিশেষণ-বিশেষ্যে, বিশেষণ-বিশেষণে, বিশেষ্য-বিশেষণে, বিশেষ্য-বিশেষ্যে যে সমাস হয়, তাকে সাধারণ কর্মধারয় সমাস বলে।

যেমন: ছোটলাট = ছোট যে লাট;

তমাললতা = তমাল যে লতা;

শান্ত শিষ্ট = শান্ত অথচ শিষ্ট ইত্যাদি।

২। মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস: ব্যাসবাক্যের বিশেষণমূলক মধ্যপদ লোপ পেয়ে যে কর্মধারয় সমাস হয়, তাকে মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস বলা হয়।

যেমন : পলান্ন = পল মিশ্রিত অন্ন;

হাতঘড়ি = হাতে পরার ঘড়ি ইত্যাদি।

৩। উপমান কর্মধারয় সমাস: উপমান ও সাধারণ গুণবাচক পদ মিলে যে কর্মধারয় সমাস হয়, তাকে উপমান কর্মধারয় সমাস বলা হয়।

যেমন: বজ্রকঠিন = বজ্রের ন্যায় কঠিন;

মিশকালো = মিশির ন্যায় কালো ইত্যাদি। উপমান কর্মধারয় সমাসে একপদ বিশেষ্য এবং অন্যটি বিশেষণ পদ হয়ে থাকে।

৪। উপমিত কর্মধারয় সমাস: উপমান ও উপমিত পদ মিলে যে কর্মধারয় সমাস হয়, তাকে উপমিত কর্মধারয় সমাস বলা হয়।

যেমন: বজ্রের ন্যায় মুষ্টি = বজ্রমুষ্টি;

ফুলের ন্যায় কুমারী = ফুলকুমারী ইত্যাদি।

৫। রূপক কর্মধারয় সমাস: উপম্যেকে উপমানের সাথে অভেদ কল্পনা করে যে সমাস হয়, তাকে রূপক কর্মধারয় সমাস বলা হয়।

এ সমাসে একপদ রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়।

যেমন: মন রূপ মাঝি = মনমাঝি;

শোক রূপ সাগর = শোকসাগর ইত্যাদি।

বিশেষ আলোচনা : এখানে ‘মনমাঝি’ সমাসটির পরপদ ‘মাঝি’ রূপক অর্থ ব্যঞ্জনা করেছে। কারণ, ‘মাঝি’ অর্থ- নৌকার চালক। এখানে মনের চালক কল্পনার রূপক ‘মাঝি’ শব্দটি। ‘শোকসাগর’ সমাসটিরও পরপদ সাগর অর্থের আড়ালে সীমাহীন বা অথই অর্থ প্রকাশ করেছে। এভাবে এ সমাসের পরপদ রূপক অর্থ প্রকাশ করে থাকে।

অব্যয়ীভাব সমাস

দিন দিন = প্রতিদিন ;

কূলের সমীপে = উপকূল ;

মিলের অভাব = গরমিল।

এই পদগুলিকে ‘প্রতি’; ‘উপ’, ‘গর’□ উপসর্গ বা অব্যয় পদ পূর্বে বসে সমাস হয়েছে এবং অব্যয়ের অর্থই প্রধানরূপে বোঝাচ্ছে; পরপদগুলি বিশেষ্য। যে সমাসে পূর্বপদ অব্যয়ের সঙ্গে পরপদ বিশেষ্যের সমাস হয় এবং অব্যয় পদের অর্থই প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয় তাকে অব্যয়ীভাব

সমাস বলে।

⇒ এ সমাসের পূর্বপদের অব্যয়টির সাধারণত কোনো অর্থ থাকে না। তবে এ সব অব্যয় শব্দের পূর্বে বসে নতুন অর্থ দ্যোতনা করে।

সামীপ্য (নিকট), বীক্ষা (পুন: পুন:), অনতিক্রম, অভাব, পর্যন্ত, যোগ্যতা, সাদৃশ্য, পশ্চাৎ, সাফল্য, অবধি প্রভৃতি নানাপ্রকার অর্থে অব্যয়ীভাব সমাস হয়।

(১) সামীপ্য: কূলের সমীপে = উপকূল;

নগরীর সমীপে = উপনগরী;

কাঠের সমীপে = উপকণ্ঠ;

অক্ষির সমীপে = সমক্ষ; দুপুরের

কাছাকাছি = দুপুর নাগাদ;

সকালের কাছাকাছি = সকালনাগাদ।

(২) বীক্ষা (পুন: পুন: অর্থে):-

দিন দিন = প্রতিদিন;

গৃহে গৃহে = প্রতিগৃহে;

ক্ষণে ক্ষণে = অনুক্ষণ, প্রতিক্ষণ;

মণে মণে = প্রতিমণ,

মণপিছু; জনে জনে = জনপ্রতি, জনপিছু;

জেলায় জেলায় = প্রতিজেলায়;

বছর বছর = ফিবছর;

রোজ রোজ = হররোজ;

মাঠে মাঠে = মাঠকে-মাঠ,

সনে সনে = ফি-সন.

গাঁ-এ গাঁ-এ = গাঁকে-গাঁ।

(৩) অনতিক্রম :-

বিধিকে অতিক্রম না করে = যথাবিধি ;

উচিতকে অতিক্রম না করে = যথোচিত;

এইরকম, যথাশক্তি, যথাসাধ্য, যথেষ্ট, যথারীতি যথাযোগ্য, যথার্থ, সাধ্যমতো, যথাজ্ঞান, আয়মাফিক।

(৪) অভাবঃ

বিষ্মের অভাব = নির্বিষ্ম;

মানানের অভাব = বে-মানান;

বন্দোবস্তের অভাব = বে-বন্দোবস্ত;

ভিক্ষার অভাব = দুর্ভিক্ষ;

ভাতের অভাব = হাভাত;

মিলের অভাব = গরমিল; ঝঞ্ঝাটের

অভাব = নির্ঝঞ্ঝাট;

লুনের (লবনের) অভাব = আলুনি; টকের

অভাব মিষ্টির অভাব = না-টক-না-মিষ্টি;

ঘরের অভাব = হা-ঘর;

হায়ার অভাব = বেহায়া;

মক্ষিকার অভাব = নির্মক্ষিক।

(৫) সীমা ও ব্যাপ্তি (পর্যন্ত)□

জীবন পর্যন্ত = আজীবন;

সমুদ্র পর্যন্ত = আসমুদ্র;

বাল, বৃদ্ধ ও বগিতা পর্যন্ত = আবালবৃদ্ধবগিতা;

মূল পর্যন্ত = আমূল;

মরণ পর্যন্ত = আমরণ;

পাদ (পা) থেকে মস্তক

পর্যন্ত = আপাদমস্তক;

আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত = আদ্যন্ত;

কণ্ঠ পর্যন্ত = আকণ্ঠ;

দিন ব্যাপিয়া = দিনভর;

রাত ব্যাপিয়া = রাতভর;

গলা পর্যন্ত = গলানাগাল।

এইরকম-আশৈব, আসমুদ্রহিমাচল।

(৬) যোগ্যতাঃ

রূপের যোগ্য = অনুরূপ;

কুলের যোগ্য = অনুকূল;

গুণের যোগ্য = অনুগুণ।

(৭) পশ্চাৎ :

গমনের পশ্চাৎ = অনুগমন;

তাপের পশ্চাৎ = অনুতাপ;

করণের পশ্চাৎ = অনুকরণ;

ইন্দ্রের পশ্চাৎ = উপেন্দ্র; গৃহের

পশ্চাৎ = অনুগৃহ।

(৮) সাদৃশ্যঃ

দ্বীপের সদৃশ = উপদ্বীপ;

কথার সদৃশ = উপকথা;

ভাষার সদৃশ = উপভাষা;

মূর্তির সদৃশ = প্রতিমূর্তি,

বনের সদৃশ = উপবন;

কিন্তু (হীন দেবতা = উপদেবতা);

মন্ত্রীর সদৃশ = উপমন্ত্রী;

রাষ্ট্রপতির সদৃশ = উপরাষ্ট্রপতি;

দানের সদৃশ = অনুদান;

ধ্বনির সদৃশ = প্রতিধ্বনি;

লক্ষের সদৃশ = উপলক্ষ।

(৯) ক্ষুদ্রতাঃ

উপ (ক্ষুদ্র) গ্রহ = উপগ্রহ;

ক্ষুদ্র বিভাগ = উপবিভাগ,

ক্ষুদ্র অঙ্গ = প্রত্যঙ্গ;

ক্ষুদ্র শাখা = প্রশাখা;

ক্ষুদ্র সাগর = উপসাগর;

ক্ষুদ্র জাতি = উপজাতি;

ক্ষুদ্র নদী = উপনদী।

(১০) সাকল্যঃ

বাল বৃদ্ধ ও বণিতা সকলে = আবালবৃদ্ধবণিতা;

পামর জনসাধারণ সকলে = আপামর জনসাধারণ।

(১১) বৈপরীত্য :

কূলের বিপরীত = প্রতিকূল;

দানের বিপরীত = প্রতিদান;

শোধের বিপরীত = প্রতিশোধ;

পক্ষের বিপরীত = প্রতিপক্ষ।

(১২) সম্মুখ : অক্ষির সম্মুখে = প্রত্যক্ষ।

(১৩) নিপাতনে সিদ্ধ :

অক্ষির অগোচর = পরোক্ষ;

আত্মাকে অধিকার করে = অধ্যাত্ম;

মুখের অভিমুখে = সম্মুখ;

দৈবকে অধিকার করে = অধিদৈব;

দুঃ (দুঃখকে) গত = দুর্গত;

দক্ষিণকে প্রগত = প্রদক্ষিণ;

বেলাকে অতিক্রান্ত = উদ্বেল;

বাস্তব থেকে উৎখাত = উদ্বাস্ত;

শৃঙ্খলাকে অতিক্রান্ত = উচ্ছৃঙ্খল;

হীন দেবতা = উপদেবতা;

ঝুড়িকে বাদ না দিয়ে = ঝুড়িসুদ্ধ;

দম্ভের অনুযায়ী = দম্ভের মতো;

প্রত্যাশার আধিক্য = হাপিত্যেশ;

কাজ চালাবার মতো = কাজচালাগোছ।

⇒ অব্যয়ীভাব সমাসের অতিরিক্ত উদাহরণ

অনুতাপ = তাপের পশ্চাৎ

অনুগমন = গমনের পশ্চাৎ

আকর্ষণ = কর্ণ পর্যন্ত

আমৃত্যু = মৃত্যু পর্যন্ত

আমরণ = মরণ পর্যন্ত

আনত = ঈষৎ নত

উপগ্রহ = গ্রহের সদৃশ/ক্ষুদ্র

উপাধ্যক্ষ = অধ্যক্ষের সদৃশ

উপকূল = কূলের সমীপে

প্রতিক্ষণ = ক্ষণে ক্ষণে

প্রতিজন = জনে জনে

প্রতিবার = বার বার

প্রতিকূল = কূলের বিপরীত

প্রতিবাদ = বাদের বিপরীত

প্রতিকৃতি = কৃতির সদৃশ

প্রতিধ্বনি = ধ্বনির সদৃশ

প্রতিচ্ছবি = ছবির সদৃশ

যথারীতি = রীতি অতিক্রম না করে

যথাশক্তি = শক্তিকে অতিক্রম না করে

দুর্ভিক্ষ = ভিক্ষার অভাব

যথানিয়ম = নিয়মকে অতিক্রম না করে

যথাসময়ে = নির্দিষ্ট সময়ে

অনুসরণ = সরণের পশ্চাৎ

অধ্যাত্ম = আত্মাকে অধিকার করে

আজানু = জানু পর্যন্ত

আপদমন্তক = পা থেকে মাথা পর্যন্ত

আজন্ম = জন্ম পর্যন্ত

আরক্তিম = ঈষৎ রক্তিম

উপভাষা = ভাষার সদৃশ/ক্ষুদ্র

উপজাতি = জাতির সদৃশ/ ক্ষুদ্র

উপসাগর = সাগরের সদৃশ/ ক্ষুদ্র

উপবৃত্তি = বৃত্তির সদৃশ

উপপত্নী = পত্নীর সদৃশ

উপবন = বনের সদৃশ/ক্ষুদ্র

উপশহর = শহরের সমীপে

প্রতিদিন = দিন দিন

প্রতিমন = মন মন

প্রতিমুহূর্ত = মুহূর্ত মুহূর্ত

প্রতিদান = দানের বিপরীত

প্রত্যুত্তর = উত্তরের বিপরীত

প্রতিচ্ছায়া = ছায়ার সদৃশ

প্রতিমূর্তি = মূর্তির সদৃশ

প্রতিবিশ্ব = বিশ্বের সদৃশ

যথাবিধি = বিধি অতিক্রম না করে

যথাসাধ্য = সাধ্যকে অতিক্রম না ক

যেথাস্থানে = নির্দিষ্ট স্থানে

যথার্থে = নির্দিষ্ট অর্থে

অতিদীর্ঘ = দীর্ঘ কে অতিক্রান্ত

অতিপ্রাকৃত = প্রাকৃতকে অতিক্রা

মঅপবাদ = অপকৃষ্ট বাদ

অপকীর্তি = অপকৃষ্ট কীর্তি

দুর্গন্ধ = মন্দ গন্ধ

দুর্দিন = মন্দ দিন

দুর্বাক্য = মন্দ বাক্য

দুরতিক্রম্য = দুঃখ-কষ্টে অতিক্রম্য

পরিজন = পরিগত/আপন জন

বিতৃষ্ণা = বিগত তৃষ্ণা

বিমিশ্র = বিশেষ ভাবে মিশ্র

হররোজ = রোজ রোজ

ঘোলাটে = ঈষৎ ঘোলা

ফিকানীল = ঈষৎ নীল

হা-ঘর = ঘরের অভাব

বেহায়া = হায়ার অভাব

নিরামিষ = আমিষের অভাব

অতিমানব = মানবকে অতিক্রা

মঅতীন্দ্রিয় = ইন্দ্রিয়কে অতিক্রান্ত

অতিপ্রিয় = অত্যধিক প্রিয়

দুর্জন = মন্দ জন

দুর্বুদ্ধি = মন্দ বুদ্ধি

দুর্নীতি = মন্দ নীতি

বিনম্র = বিশেষভাবে নম্র

বিপথ = নিকৃষ্ট পথ

ফি বছর = বছর বছর

গরমিল = মিলের অভাব

লম্বাটে = ঈষৎ লম্বা

ফিকালাল = ঈষৎ লাল

হা-ভাত = ভাতের অভাব

প্রতিচ্ছায়া = ছায়ার সদৃশ

প্রতিবিশ্ব = বিশ্বের সদৃশ

যথাসাধ্য = সাধ্যকে অতিক্রম না করে

যথার্থে = নির্দিষ্ট অর্থে

অতিপ্রাকৃত = প্রাকৃতকে অতিক্রান্ত

অপকীর্তি = অপকৃষ্ট কীর্তি

দুর্দিন = মন্দ দিন

দুরতিক্রম্য = দুঃখ-কষ্টে অতিক্রম্য

বিতৃষ্ণা = বিগত তৃষ্ণা

হররোজ = রোজ রোজ

ফিকানীল = ঈষৎ নীল

বেহায়া = হায়ার অভাব

অতিমানব = মানবকে অতিক্রান্ত

অতিপ্রিয় = অত্যধিক প্রিয়

দুর্বুদ্ধি = মন্দ বুদ্ধি

বিনম্র = বিশেষভাবে নম্র

ফি বছর = বছর বছর

লম্বাটে = ঈষৎ লম্বা

হা-ভাত = ভাতের অভাব

অনুগমন = গমনের পশ্চাৎ

আমৃত্যু = মৃত্যু পর্যন্ত

আনত = ঈষৎ নত

উপাধ্যক্ষ = অধ্যক্ষের সদৃশ্য

প্রতিক্ষণ = ক্ষণে ক্ষণে

প্রতিবার = বার বার

প্রতিবাদ = বাদের বিপরীত

প্রতিধ্বনি = ধ্বনির সদৃশ

যথারীতি = রীতি অতিক্রম না ক

দুর্ভিক্ষ = ভিক্ষার অভাব

অনুসরণ = সরণের পশ্চাৎ

আজানু = জানু পর্যন্ত

আজন্ম = জন্ম পর্যন্ত

উপভাষা = ভাষার সদৃশ/ক্ষুদ্র

উপসাগর = সাগরের সদৃশ/ক্ষ

উপপত্নী = পত্নীর সদৃশ

উপশহর = শহরের সমীপে

প্রতিমন = মন মন

প্রতিদান = দানের বিপরীত